২৬/১১/২০০২

দৈনিক ইনকিলাব

[illegible]

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

আ'লীগ শাসনামলের দুর্নীতির তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে

ঢাঃবিঃ শিক্ষক সমিতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় চরম ব্যর্থতা, বিভেদ সৃষ্টি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে। সভায় বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং তার নিয়োজিত প্রশাসন যেসব অনাচার ও দুর্নীতি করেছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করা হয়। গত রবিবার রাতে টিচার্স ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিগত পাঁচ বছরে দেশে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হত্যা-লুটতরাজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অপকর্মের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য দিলে আওয়ামী লীগ পন্থী নীল দলের শিক্ষকরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। সভাসূত্র জানায়, নীল দলের শিক্ষকরা তখন সভা পন্ড করার ছুতো হিসেবে কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়মের ব্যাপারে শিক্ষকদের তীব্র ক্ষোভের মুখে নীল দলের শিক্ষকরা সভা ত্যাগ করেন এবং একপর্যায়ে কোন ঘোষণা না দিয়েই সভার সভাপতি প্রফেসর আর.আই.এম আমিনুর রশীদ, নীল দলের শিক্ষকদের সাথে সভাস্থল ত্যাগ করেন। একপর্যায়ে উপস্থিত অন্যান্য সকল শিক্ষকরা সভা পুনরায় শুরু করার জন্য সভাপতিকে বার বার অনুরোধ করলেও তিনি সভাস্থলে আর ফিরে আসেননি। ১৫ মিনিট অপেক্ষা করার পর শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের অন্যতম সদস্য ডঃ আ. ফ. ম. ইউসুফ হায়দারকে সভাপতি মনোনীত করে সভার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের সার্বিক পরিস্থিতি আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে ১৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে আছে আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতির বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অনিয়মের মাধ্যমে যেসব রাষ্ট্রীয় সম্পদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা বাতিল করে বিধিসম্মতভাবে পুনঃ বরাদ্দ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের প্রফেসর আরিফা রহমানকে হুমকি প্রদান ও তার সাথে অসদাচরণ করার অভিযোগে কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের ছবিসম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার প্রত্যাহার দাবী, শিক্ষক সমিতি থেকে ডঃ আফতাব উদ্দিন আহমদ, ডঃ এম এরশাদুল বারী ও প্রফেসর লুৎফর রহমানের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার, অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে দৈনিক ইনকিলাব ও নিউ নেশন পত্রিকা ক্লাবে রাখার ব্যবস্থা এবং 'সংখ্যালঘু' ও 'সংখ্যাগুরু' অভিধায় জাতিকে বিভক্ত করা ও সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সাথে সাথে সংখ্যালঘুদের উপর যে কোন প্রকার হয়রানি বন্ধ করার জন্য ও দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়। সভায় সমিতির সদস্যদের জরুরী সাধারণ সভা নামে পত্র দিয়ে ডেকে এনে বৈঠকী আলোচনার এক পর্যায়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সভাস্থল ত্যাগ করার জন্য সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিন্দা করা হয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আমিনুর রশীদ এই সভাকে অগণতান্ত্রিক ও অগঠনতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছেন।